দৈনিক বাংলা

012

তারিখ ... 26 MAR 1984 ...
পৃষ্ঠা ... ... ফলাম ৩ ... ...

সমস্যার আর্বতে মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

ময়মনসিংহ ২৪শে মার্চ।— ময়মনসিংহের মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে গত পাঁচ বছর যাবৎ সতেরটি শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশের এক মাত্র মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজটি ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহ শহরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি তৎকালীন পাকিস্তানের একমাত্র মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছিল। বর্তমানে কলেজটিতে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করছে। এখানে মোট ৩৩টি শিক্ষকের পদ থাকলেও ১৯৮২ সালের পর থেকে মাত্র ১৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। প্রায় ২শ ৫০ জন ছাত্রীকে পেশাগত শিক্ষা প্রদানের জন্য এ কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে।

মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজটি একটি সম্পূর্ণ আবাসিক কলেজ হলেও এখানে সব ছাত্রীর হোস্টেলে থাকার সুযোগ নেই। কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত ছাত্রীনিবাসে মাত্র ১শ ৫০টি সিট রয়েছে। কিন্তু এতে দু'শতাধিক ছাত্রী অতি কষ্টে বসবাস করছেন। কতিপয় ছাত্রী কলেজ হোস্টেলে সিট সংকুলান না হওয়ার কারণে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে বাসায় অবস্থান করছেন।

কলেজের মূল ভবনটি প্রায় একশ বছরের পুরোতন। বর্ষার মওসুমে ভবনের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। কলেজ অফিস কক্ষ, অধ্যক্ষের বাসভবন দীর্ঘদিন যাবৎ সংরক্ষণ ও মেরামতহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কলেজের মূল্যবান দলিলপত্র বৃষ্টির দিনে পানিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছে। এতে কলেজে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি করছে।

মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বাউন্ডারী দেওয়াল খুবই নীচু এবং দেওয়ালের উপরে কোন তারকাটার বেড়া না থাকায় কলেজ ক্যাম্পাসে সর্বত্রই একটি নিরাপত্তা হীনতা বিরাজ করছে। মাঝে মধ্যে কলেজে এক শ্রেণীর মাস্তানের আনাগোনা কলেজের সুষ্ঠু শিক্ষা পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। ছাত্রী নিবাসে প্রয়োজনীয় গেইরল না থাকায় আবাসিক ছাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে।

কলেজ লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই-এর অভাব, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা, অফিসে স্টাফ স্বল্পতা, কমন রুম ও অডিটোরিয়ামের অভাব কলেজটির দীর্ঘদিনের সমস্যা। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বহু লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

দেশের একমাত্র মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রতি বছর মাত্র দু'শ ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। দেশের প্রয়োজনে এ সংখ্যা খুবই নগণ্য।